ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

বিধানসভা সংবাদ

স-২৭২৩
আগরতলা, ১৪ নভেম্বর, ২০১৭

বন্যা ত্রাণে এখন পর্যন্ত কোন কেন্দ্রীয় সহায়তা আসেনি ঃ বাদল চৌধুরী

চলতি অর্থ বছরে উপর্যুপরী চারবার রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্যন্ত এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য রাজ্য সরকারকে কোন আর্থিক সাহায্য প্রদান করেনি । রাজ্য সরকার মোট ১৮৫.০৬ কোটি টাকার একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে। তাতে এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। আজ বিধানসভায় রেফারেন্স পিরিয়ডে বিধায়ক বাসুদেব মজুমদার, বিধায়ক পদ্মকুমার দেববর্মা এবং বিধায়ক গৌরী দাসের জনস্বার্থে আনা একটি নোটিশের জবাবে রাজস্বমন্ত্রী বাদল চৌধুরী এই তথ্য জানান। তিনি জানান, জুন মাসের বন্যায় দক্ষিণ ত্রিপুরা, পশ্চিম ত্রিপুরা এবং খোয়াই জেলায় মোট ২৬৬৫ টি বাড়ির মধ্যে ৮৭টি সম্পূর্ণ এবং ২৫৭৮টি আংশিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । মৃত্যুর সংখ্যা ১। ১২টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছিল, তাতে ১৯৩টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল । ত্রাণ বাবদ মোট ৬১.০২ লক্ষ টাকা ত্রাণ প্রদান করা হয় । আগষ্ট মাসের বন্যায় সিপাহীজলা, গোমতী, উনকোটি, পশ্চিম ত্রিপুরা এবং খোয়াই জেলায় মোট ৫৩০৬টি বাড়ির মধ্যে ৯৬টি সম্পূর্ণ এবং ৫২১০টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । আহতের সংখ্যা ৪। ৮৭টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছিল, তাতে ১০৬৫৯টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল । ত্রাণ বাবদ মোট ১৭০.২২৭ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয় ।সেপ্টেম্বর মাসের বন্যায় ১১৯৯টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । ২৩টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছিল, তাতে ১৩৯৪টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল , ত্রাণ বাবদ ২৪.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে । অক্টোবর মাসের বন্যায় রাজ্যে সব জেলাই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । মোট ৪৪৮৭টি বাড়ির মধ্যে ২৪০টি সম্পূর্ণ এবং ৪২৪৭টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । ১৫২টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছিল, তাতে ৪৮২৮টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল । ত্রাণ বাবদ মোট ৯০.৫৩৪ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয় । সর্বমোট ১৩৬৫৭টি বাড়ির মধ্যে ৪২৩টি সম্পূর্ণ এবং ১৩২৩৪টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ২৭৪টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়। এর মধ্যে ১৭০৭৪টি পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করে । এখনও পর্যন্ত ত্রাণ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৩৪৬.৪৬১ লক্ষ টাকা । রাজস্ব মন্ত্রী জানান, উপর্যুপরি বন্যা পরিস্থিতির ফলে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী পূর্ত (সড়ক এবং সেতু) দপ্তরের ৩৯৯৩.৮৭ লক্ষ টাকা, জল সম্পদ বিকাশ দপ্তর ২৫৯৬.৮০০৪৭ লক্ষ টাকা, কৃষি দপ্তরের ২০২৬১.০০ লক্ষ টাকা, মৎস্য দপ্তরের ২৩৩০.০০ লক্ষ টাকা, বিদ্যুৎ দপ্তরের ১৮০.০১৫ লক্ষ টাকা এবং আগরতলা পুর নিগমের ৩০৭.০০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে ।

****

স-২৭২৪
আগরতলা, ১৪ নভেম্বর, ২০১৭

হাওড়া নদীর বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে - জলসম্পদ মন্ত্রী

আগরতলায় হাওড়া নদীর বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী করার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চলছে । এইবার বন্যায় কাটাখালের বাঁধের কোথাও ভাঙ্গনের লক্ষণ দেখা যায়নি । তবুও দপ্তর কিছু সংস্কারের কাজ করবে । আজ বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের এই সংক্রান্ত প্রশ্নের লিখিত উত্তরে জল সম্পদ দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক এ তথ্য জানান । তিনি জানান, পূর্ত দপ্তরের রাস্তা এবং সেতু শাখাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কাটাখালের সৌন্দর্য বাড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য । দপ্তর ইতিমধ্যে পরিকল্পনাটি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে। বিধায়ক শ্রী বর্মণের অপর প্রশ্নের লিখিত উত্তরে জল সম্পদ মন্ত্রী জানান, হাওড়া নদী এবং কাটাখালের গভীরতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এখন পর্যন্ত কোন পরিকল্পনা নেই ।

****

D.N

This document was created using SmartPDF Converter. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com